ওও উন্নয়ন উদ্যাপন মেলা-২০২১ ”

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, সোনাতলা বগুড়া

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশনঃ

- অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখি শক্তিতে রূপামত্মর করা।
- দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান কিংবা স্ব- কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা ।
- জাতীয় উন্নয়ন কর্মকা-- বেকার যুবদের সম্পৃক্ত করা।

অপঃরারঃরবং ড়ভ ০ঃযব উবঢ়ধৎঃসবহঃ ড়ভ গড়ঁঃয উবাবষড়ঢ়সবহঃ, ২০২১ু

মজিববর্ষের আহবান, যুব কর্মসংস্থান”

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

উবঢ়ধৎঃসবহঃ ড়ভ গড়ঁঃয উবাবষড়ঢ়সবহঃ গরহরংঃৎু ড়ভ গড়ঁঃয & ঝঢ়ড়ৎঃং

ডবনংরঃব - W..ফুফ.মড়া.নফ

ভূমিকাঃ

যুবসমাজ যে কোন দেশের মূল্যবান সম্পদ ও উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুবসমাজের সঠিক ব্যবহারের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ তাই অপরিহার্য। যুবসমাজের মেধা, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও কর্মস্পৃহাকে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব হলে দেশ ধাপে ধাপে কাঙ্খিত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার, নীতি নির্ধারক ও সিদ্ধামত্ম গ্রহণকারী যুবসমাজকে তাই জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি
সত্মরে সম্পৃক্ত করা অপরিহার্য।

জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠিকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়সসীমার জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ; যা আনুমানিক ৫ কোটি। জনসংখ্যার প্রতিশ্রম্নতিশীল, উৎপাদনমুখী ও সম্ভাবনাময় এই যুবগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং
দক্ষ জনশক্তিতে রূপামত্মরের লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুরম্ন থেকেই প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর জনসংখ্যার এ অংশকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের মাঝে গঠনমূলক মানসিকতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা এবং সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকা-- নিয়োজিত করার অনুকূল ক্ষেত্র
তৈরীর উদ্দেশ্যে বাসত্মবভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাসত্মবায়ন করছে যার সুফল ইতোমধ্যে জাতীয় কর্মকা-- প্রতিফলিত হচ্ছে।

অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপামত্মরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাসত্মবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

আমাদের প Ā থেকে আহবানঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বেকার যুবদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে তাদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ল ĀĀ্য কাজ করছে। তাদের কর্মস্পৃহা এবং কর্মোদ্দীপনা কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ল ĀĀ্য তাদেরকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্যমত্ম সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মকা- বাসত্মবায়নের জন্যে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া, দেশের ৬৪টি জেলায় আবাসিক ও অনাবাসিক (ভাড়া বাড়িতে) প্রশিĀণ কেন্দ্র রয়েছে। তদুপরি দেশের সকল উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিĀণ কেন্দ্র আছে। এসব প্রশিĀণ কেন্দ্র থেকে আবাসিক ও অনাবাসিক এবং স্বল্পমেয়াদি প্রশিĀণ গ্রহণ ক'রে বেকার যুবরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকা--র প্রচারস্বল্পতার কারণে বহু যুবক ও যুবমহিলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। আমরা দেশের সকল যুবক ও যুবমহিলার কাছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকা--র তথ্য পৌঁছে দিতে চাই। যাঁরা এই ব্রোশিয়ারটি পড়বেন তাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে বেকার যুবদের অবহিত করবেন।

অধিদপ্তরের সম্পাদনযোগ্য কর্মাবলিঃ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন (রম্নলস অব বিজনেসের ১নং তফসিল) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপর নিমণবর্ণিত কার্যাদি অর্পিত হয়েছেঃ

- যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ক কার্যাদি।

- উন্নয়নমূলক কাজে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- যুবদের কল্যাণের জন্য সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখা।
- প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুরি।
- যুব পুরস্কার প্রদান।
- যুবদেরকে দায়িত্বশীল,আত্মবিশ্বাসী এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ।
- যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরিপ।
- বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

অধিদপ্তরের ভিশনঃ

- অনুৎপাদনশীল যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখি শক্তিতে রূপামত্মর করা।
- দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান কিংবা স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা ।
- জাতীয় উন্নয়ন কর্মকা-- বেকার যুবদের সম্পৃক্ত করা।

অধিদপ্তরের উদ্দেশ্যাবলিঃ

K) উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাসহ দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি সত্মরে তাদের সম্পৃক্ত করা।

L) বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুবসংগঠনের মাধ্যমে গোষ্ঠি উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য যুবদের বিভিন্ন গ্রম্নপে সংগঠিত করা।

M) স্থানীয় পর্যায়ে যুবসংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

N) যুবদের গণশিক্ষা কার্যক্রম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ উন্নয়ন, সম্পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার, এইচআইভি/এইডস এবং এসটিডি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ঙ) যুবদের ক্ষমতায়ন এবং সিদ্ধামত্ম গ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ০ঃ

মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন ০৫(পাঁচ) জন পরিচালক, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ। অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা, ৪৮৬টি উপজেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানা কার্যালয় রয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশে ১১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া আরো ১১টি জেলায় ১১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ বাসত্মবায়নাধীন আছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব এবং সমাপ্ত প্রকল্প ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পে মোট ৭০৮০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন।

অধিদপ্তরের কার্যক্রমঃ

যুবসমাজকে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং সঠিক দিক- নির্দেশনা, জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিমণবর্ণিত কর্মসূচি চালু রয়েছেঃ

১) বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে দুই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু আছে। যথা ১) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ২)

অপ্রাতিষ্ঠানিক/ ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আবাসিক ও অনাবাসিক এ দুই ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রদান করা হয়। সব উপজেলায় একই ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়না। স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে
বিভিন্ন উপজেলায় বিভিন্ন ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহে প্রশিÃণের মেয়াদ ১ মাস হতে ৬ মাস এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে মেয়াদ ০৭ দিন
থেকে ২১ দিন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ে নিজস্ব প্রশিÃণ কেন্দ্র এবং ভাড়াবাড়িতে নিজস্ব প্রশিÃক দ্বারা পরিচালিত প্রশিÃণ কোর্সসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে দÃ ও অভিজ্ঞ অতিথি বক্তা দ্বারা স্কুল, মাদরাসা, ক্লাব, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার করে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। ভ্রাম্যমাণ প্রশিÃণ কোর্সের আওতায় আইসিটি
মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিÃণ প্রদান করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের অংশগ্রহণকারীদের বয়সসীমা ১৮-৩৫ বছর।

K) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহঃ

ক.১) নিয়মিত চলমান প্রশিÃণ কোর্সসমূহঃ

১. গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
৩. পোশাক তৈরী প্রশিক্ষণ।
৪. কম্পিউটার বেসিক প্রশিক্ষণ।
৫. কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রশিক্ষণ।
৬. ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ।
৭. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ।
৮. ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ।
৯. বস্নক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।
১০. বস্নক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।
১১. ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।
১২. মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট এ- কম্পিউটার এ্যাপিস্নকেশন প্রশিক্ষণ।
১৩. সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ।(এমওইউ'র মাধ্যমে)
১৪. লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ।(এমওইউ'র মাধ্যমে)
১৫. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ (অনাবাসিক)।
১৬. ওভেন সিউইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ।
১৭. সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ।(এমওইউ'র মাধ্যমে)

L) অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহঃ

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের আওতায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে
বেকার যুবদের ০৭ দিন থেকে ২১ দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ
কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ কোর্সের আওতায় পরিচালিত প্রশিÃণ কোর্সসমূহঃ

১. পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন।
২. ব্রয়লার ও ককরেল পালন।
৩. বাড়মত্ম মুরগী পালন।
৪. ছাগল পালন।
৫. গরম্ন মোটাতাজাকরণ।

এক নজরে শুরম্ন থেকে ২৮ ফেব্রম্ন ২০২১ পর্যমত্ম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ঃ

মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যাঃ		৯৪৬৮ জন।
মোট আত্মকর্মীর সংখ্যাঃ		৬৯৪৫ জন।
মোট প্রাপ্ত যুব ঋণ তহবিলের পরিমাণঃ		৪৫৩৮৮০০ টাকা।
মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণঃ		**২৮১০৭২০০** টাকা।
মোট ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যাঃ		১৪৫৫ জন।
মূল ঋণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জের পরিমাণঃ		১৭১০৮৫২ টাকা।
ঋণ আদায়ের গড় হার (%)ঃ		৯৪ %
যুব কল্যাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণঃ		৩০০০০০ টাকা ।
যুব কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যাঃ		১০ টি ।
যুবসংগঠন তালিকাভুক্তিঃ		২৩ টি।
আত্মকর্মী যুবদের মাসিক গড় আয়ঃ		৬০০০/- টাকা থেকে ৬০,০০০/- টাকা।

tmvbvZiy, e,ov| tmvbvZiy, e,ov| tmvbvZiy, e,ov| tmvbvZiy, e,ov| tmvbvZiy, e,ov| tmvbvZiy, e,ov|